হযরত শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রাহিমাহুল্লাহর আহ্বান

الحمد لله رب العالمين- والصلاة والسلام علي سيد المرسلين و علي اله و أصحابه أجمعين-

আমরা আল্লাহ তাআলার গোলাম। আল্লাহ তাআলার দ্বীন হল আমাদের কাছে আমানত। আল্লাহর দ্বীনকে হেফাযত করা, এর গৌরব ও মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের মহান দায়িত্ব। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে এই যে, আমরা বর্তমানে নিজেদের পার্থিব জীবনের কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ও পরিবার-পরিজনকে নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত যে, আমাদের উপর অর্পিত দ্বীনের সেই দায়িত্বের কথা যেন ভুলে গিয়েছি।

একজন পিতার সুসন্তান কি কখনো এটা বরদাশত করে নিবে যে, তার চোখের সামনে কেউ তার পিতার অসম্মান করুক অথবা পিতার প্রিয় কোন বস্তু নষ্ট করে ফেলুক? অবশ্যই নয়। তাহলে আমাদের চোখের সামনে আল্লাহর দ্বীনের অমর্যাদা হয়, আল্লাহর দ্বীনকে ধ্বংস করার পায়তারা করা হয়, কিন্তু আমরা নির্লিপ্ত বসে থাকি। আমাদের রক্তে জোশ আসে না। তাহলে আমরা আল্লাহ তাআলার কেমন গোলাম? কেমন বান্দা?

অথচ আল্লাহ তাআলার প্রিয় এই দ্বীনকে হেফাজত ও এর মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত কুরবানী পেশ করেছেন। জিহাদের ময়দানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত রক্ত ঝরেছে! মাথা ভেঙ্গেছে। সর্ব শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। বেহুশ হয়ে পড়ে গিয়েছেন। হুঁশ ফিরে আসার পর ক্ষীণ কণ্ঠে

ডেকে ডেকে বলেছেন, আমি এখনো জীবিত আছি। আমার কাছে আসো। আমাকে কেন্দ্র করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য শত্রুপক্ষের উপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ো। আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দ্বীনের জন্য দশ বছরে একে একে ২৭ টি যুদ্ধে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন। এভাবে দ্বীন ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর হাজারো সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দ্বীনের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রেখেছেন। যুগে যুগে আল্লাহর রাহে নিবেদিতপ্রাণ লক্ষ লক্ষ মুজাহিদীনে ইসলামের রক্তের স্রোত বেয়ে আল্লাহ তাআলার দ্বীন পৃথিবীতে তার গৌরব ও মর্যাদা নিয়ে আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এখন চলছে এক ক্রান্তিকাল। মহা দুর্যোগের সময়। ইসলামের প্রকৃত গৌরবকে ধুলিস্মাৎ করে করার নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। দ্বীনের সঠিক শিক্ষা ও চেতনাকে মুছে ফেলার জন্য ইবলীস শয়তান ও তার দোসররা সব রকম চেষ্টা করছে।

এই পরিস্থিতিতে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও আদর্শকে বুকে নিয়ে একদল মর্দে মুমিন জানবাজী রেখে কাজ চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সাহাবায়ে কেরামের মত রূহানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে পারলে বিজয় আসবে ইনশাআল্লাহ।

মুসলমান ভাই-বোনদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি- আসুন! আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করি। ইসলামের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করার জন্য আমরা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করি। এ পথেই আছে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর সর্বোচ্চ সফলতা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন।

(আল্লামা আজিজুল হক)

একটি দ্বীনী দাওয়াত

الحمد لله رب العالمين– والصلاة والسلام علي سيد المرسلين و علي اله و أصحابه و من تبعهم ودعا بدعوتهم إلي يوم الدين–

যখন যে জিনিসের অভাব থাকে তখন সে জিনিসের মূল্য অনেক বেশী হয়। মৌসুমে যে ফল স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায় বিনা মৌসুমে তা বহু মূল্য দিয়েও পাওয়া কঠিন। কারণ মৌসুমে তা সহজলভ্য হয়, মৌসুম ছাড়া তা দুর্লভ হয়ে যায়। তাই তখন তার এত চড়া মূল্য।

কোন প্রিয়জনকে কিছু দিতে চাইলে এমন জিনিস দেয়াই উত্তম যা তার বেশী প্রয়োজন। যে রোগীর রক্তের প্রয়োজন, তাকে অনেক টাকা ব্যয় করে উন্নত ফল-মূল না দিয়ে একটু রক্তের ব্যবস্থা করে দিলেই তার বেশী উপকার হবে। এক কথায়, যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেটাই মূল্যবান। আর সেই প্রয়োজনীয় জিনিস যদি হয় খুব দুষ্প্রাপ্য তাহলে তো কোন কথাই নাই। তার মূল্য হবে আকাশছোঁয়া! তাই নয় কি?

এজন্যই হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها

যে ব্যক্তি আমার কোন একটি সুন্নত আমার অবর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর আবার যিন্দা করবে তার জন্য রয়েছে ঐ সুন্নতের উপর সকল আমলকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব। (তিরমিযী : ২৬৭৭, ইবনে মাজাহ : ২১০)

লক্ষ্য করুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুন্নতের উপর কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আমল করবে সকলের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হওয়া মামুলী কোন বিষয় নয়। এত বড় সৌভাগ্য লাভ হবে এই জন্য যে, যেই সুন্নতের উপর কেউ আমল করত না ঐ ব্যক্তি হিম্মত করে সেই সুন্নতের উপর আমল করা শুরু করেছে, মানুষকে আমল করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

তদ্রুপ ফেতনার যুগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত তথা আদর্শকে আকড়ে ধরার মধ্যে রয়েছে বিরাট ফযীলত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من تمسك بسنتي عيد فساد أمتي فله أجر مأة شهيد

উম্মতের ফেতনার যুগে যে আমার আদর্শকে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য রয়েছে একশত শহীদের সওয়াব। (বায়হাকী)

একশত তাজা প্রাণ আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দিয়ে যেই সওয়াব লাভ হয়, সুন্নতের উপর জীবন পরিচালনা করলে সেই সওয়াব। কারণ হল ফিতনার যুগে সুন্নতের উপর জীবন পরিচালনা করার মানুষের অভাব এবং তা অনেক কঠিন। তাই এর এত বেশী ফযীলত।

সারকথা হল, যখন যেই জিনিসের অভাব তখন সেই জিনিসের মূল্য বেশী। আর সেই জিনিস যদি হয় অতি প্রয়োজনীয় তাহলে তো আর কোন কথাই নেই। টাকার জিনিস হাজার বা লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়।

সব যুগেই ইসলাম গ্রহণকারীরা মর্যাদাবান, তবে সেই যুগে ইসলাম গ্রহণকারী মানুষের অভাব হয় সেই যুগে ইসলাম

গ্রহণকারীর মর্যাদা অনেক বেশী। এজন্যই পবিত্র কুরআন পাকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেছেন-

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে (ইসলাম গ্রহণ করে) দ্বীনের পথে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা আর যারা বিজয়ের পরে (ইসলাম গ্রহণ করে) ব্যয় করেছে এক সমান হতে পারে না। পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীরা অধিক মর্যাদাবান ঐ সকল লোকদের তুলনায়, যারা পরে দ্বীনের পথে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে উভয়কেই উত্তম প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন আল্লাহ। (সুরা হাদীদ : ১০)

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় মক্কা বিজয়ের পূর্বের মুসলমান আর পরের মুসলমানের মাঝে মর্যাদার পার্থক্যের ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু কথা হল এর কারণটা কী?

কারণ হল, মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলামের পক্ষ অবলম্বনকারীর সংখ্যা ছিল নেহায়েৎ কম। আর মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে মানুষ ইসলামের দিকে ধাবিত হয়েছে। তাই যারা দুর্দিনে ইসলামের বন্ধু রূপে থেকেছে সুদিনের বন্ধুদের চেয়ে তাদের মূল্য ও মর্যাদা বেশী। যদিও সকল বন্ধুদেরই মূল্য আছে কিন্তু দুর্দিনের বন্ধুদের মূল্যায়ন ও মর্যাদা বেশী হওয়াই কি যথার্থ নয়?

তাই যে সময় ইসলামের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার লোকের অভাব থাকবে ঐ সময়ে যারা ইসলামের জন্য খেদমত আঞ্জাম দিবে তাদের মর্যাদা আল্লাহ তাআলার নিকট অনেক

বেশী হবে। তদ্রূপ যেই সময়ে ইসলামের যেই খেদমতের জন্য লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না, সেই সময় যারা ইসলামের সেই খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে, তারাও নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকট অনেক বেশী মর্যাদা লাভ করতে পারবে এবং আল্লাহ তাআলার অতি প্রিয় হতে পারবে।

সুতরাং এখন সন্ধান করে দেখা প্রয়োজন যে, বর্তমান এই সময়ে ইসলামের এমন কোন খেদমত রয়েছে, যেটা আঞ্জাম দেয়ার লোকের অভাব। আর সেটা খুঁজে বের করে তা আঞ্জাম দেয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

ইসলামের মূল কাজ তিনটি

দ্বীন ইসলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে প্রিয়। দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে প্রিয়। এমনকি আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য নবীগণ সকলের চেয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট তাব দ্বীন বেশী প্রিয়। যত দিন দ্বীন আছে তত দিন দুনিয়া আছে। দ্বীন থাকবে না তো দুনিয়াও থাকবে না। কিয়ামত হয়ে যাবে।আর তাই কেউ যদি আল্লাহ তাআলার নিকট দামী হতে চায়, তাহলে তার উপায় হল দ্বীন। কেউ যদি আল্লাহর প্রিয় হতে চায়, তার রাস্তা হল দ্বীন। দ্বীনের জন্য যে যতটুকু করবে আল্লাহ তাআলার নিকট তার ততটুকু দাম হবে।

এখন কেউ যদি দ্বীনের জন্য কিছু করতে চায় তাহলে কিভাবে করবে?

দ্বীনের জন্য নিজের খেয়াল খুশী মত কিছু একটা করলেই হবে না। বরং করতে হবে এমনভাবে, যেভাবে করলে আল্লাহ তাআলা রাজী হবেন।

আর আল্লাহ রাজী হবেন ঐভাবে করলে যেভাবে আল্লাহ করতে বলেছেন।

আল্লাহ কিভাবে করতে বলেছেন?

আল্লাহ তাআলা করতে বলেছেন নবী রাসূলদের তরীকায়। নবীদের তরীকাই আল্লাহ তাআলার দেওয়া তরীকা।

নবীদের তরীকা কী?

নবীদের তরীকা হল, নবীগণ দ্বীনের জন্য মৌলিকভাবে তিনটি কাজ করেছেন।

১. তালীমে দ্বীন (আহকামে শরীয়ত ও তাসাওউফের তালীম)।

২. তাবলীগে দ্বীন (দ্বীনের দাওয়াত)।

৩. তাগলীবে দ্বীন (দ্বীনকে গালেব তথা বিজয় করা)।

দ্বীনের সবচেয়ে বুনিয়াদী কাজ হল দ্বীনী শিক্ষা। দ্বীনী শিক্ষা না থাকলে দ্বীনের কিছুই থাকবে না। জাহালাত আর গোমরাহীর অন্ধকারে হারিয়ে যাবে দ্বীন-ঈমান, আমল-আখলাক সবকিছু। তাই মুসলমানদের জন্য ফরজ হল- তারা তাদের মাঝে দ্বীনের শিক্ষাকে ধরে রাখবে।

তালীমে দ্বীনের দুটি শাখা-

এক. আহকামে শরীয়তের শিক্ষা।

বাহ্যিক আমলের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সকল বিধিবিধান দেয়া হয়েছে ওগুলোকে শরীয়তের বিধান বলা হয়। এই শরীয়তের এলেম শিখতে ও শেখাতে হবে।

দুই. তাযকিয়ায়ে নফ্স তথা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার তালীম।

মানুষের ভিতর তথা অন্তরাত্মাকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করা এবং ভালো গুণের দ্বারা গুণান্বিত করাকে তাজকিয়া বলে। এটা হল আত্মার তালীম।

দ্বীনের দ্বিতীয় বুনিয়াদী কাজ হল তাবলীগে দ্বীন তথা দ্বীনের দাওয়াত। মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের দিকে আনার চেষ্টা করা। যারা ঈমানদার কিন্তু বে-আমল তাদেরকে আমলের দাওয়াত দেওয়া

আর যারা বে-ঈমান তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া। এটা হল তাবলীগে দ্বীন।

আল্লাহ তাআলার মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা হল ইসলাম। আল্লাহ তাআলা চান, তার দ্বীন যেন সব কিছুর উপরে থাকে। তার হুকুম ও বিধানের উপর যেন কোন হুকুম বা বিধান না থাকে। আল্লাহর হুকুম থাকবে সবার উপরে আর বাকী সবার হুকুম থাকবে তার নীচে। এইভাবে আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া আর আল্লাহর দ্বীন ও তার হুকুমের বিপরীতে যত কিছু আছে সবকিছু বাতিল ও অকার্যকর করাই হল তাগলীবে দ্বীন। তাগলীবে দ্বীন হল আল্লাহর দ্বীনের গৌরব ও মর্যাদা রক্ষা করা। এজন্য তাগলীবে দ্বীন হল দ্বীনের তৃতীয় বুনিয়াদী কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরের কাজ।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থা

আমরা যে দেশে, যে সমাজে বাস করছি, যদি একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাব-

তালীম ও তাবলীগ আছে। আমাদের দেশে দ্বীনের প্রথম বুনিয়াদী কাজ তালীমে দ্বীনের কাজ সন্তোষজনক পরিমাণে না হলেও মোটামুটি একটা পরিমাণ কাজ চলছে। বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশে-সমাজে তালীমে দ্বীনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও বদদ্বীনী শিক্ষার তুলনায় দ্বীনী শিক্ষা খুবই কম, তবুও চেষ্টা চলছে এবং আলহামদুলিল্লাহ দেশের সকল অঞ্চলে দ্বীনী শিক্ষার একটা প্রভাব রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, তালীমে দ্বীনকে দ্বীনের জরুরী একটা কাজ মনে করা হচ্ছে।

ঠিক তেমনিভাবে তাবলীগে দ্বীনের কাজও ব্যাপকভাবে চলছে। তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে দাওয়াত-তাবলীগের কাজ চলছে। ওলামায়ে কেরাম ওয়াজ-নসীহত করছেন। দ্বীনী বই-পুস্তক রচনা করছেন। বিভিন্ন হক্কানী সিলসিলা থেকে দ্বীনের প্রচার- প্রসারের ব্যাপক ও বহুমুখী কার্যক্রম চলছে এবং মাশাআল্লাহ তার সুফলও দেখা যাচ্ছে। মানুষ তাবলীগে দ্বীনের কাজকে দ্বীনী কাজ মনে করছে। ফলে যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব অংশগ্রহণ করছে ও সহযোগিতা করছে। এক কথায়- তালীমে দ্বীন ও তাবলীগে দ্বীনের কাজ মোটামুটিভাবে চলছে। সেজন্য মাশাআল্লাহ শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও আছে।

তাগলীবে দ্বীনের কাজ নেই। কিন্তু তাগলীবে দ্বীন তথা দ্বীনকে বিজয়ী করার কাজ সেই হিসাবে খুব দুর্বল। নেই বললেই চলে। সহীহ ও বিশুদ্ধ ধারায় তাগলীবে দ্বীনের জন্য

বিশেষ কোন পরিকল্পনা ও জোরালো কোন উদ্যোগও তেমন চোখে পড়ছে না। যাও আছে তা খুব দুর্বল ও পরিকল্পনাহীন। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তাগলীবে দ্বীনের কাজকে দ্বীনী কাজ মনে করে এমন মানুষের সংখ্যাও খুব কম।

তাগলীবে দ্বীনের কাজ হল ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা আল্লাহর দ্বীনের বিজয় আমাদের এখানে প্রতিষ্ঠিত নেই। এখানে গায়রুল্লাহর হুকুমের আধিপত্য বিরাজমান। তাগুতের বিধান সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে। এমন পরিবেশে আল্লাহর দ্বীনের উপর আঘাত আসে সব সময়। তাই এই পরিবেশে তাগলীবে দ্বীনের কাজ করতে হলে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যেতে হবে। দ্বীনের গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরণ লড়াই করতে হবে। আল্লাহ তাআলার হুকুমকে সবোচ্চে অধিষ্ঠিত করতে হলে গায়রুল্লাহ ও তাগুতের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ময়দানে কথা বলতে হবে, কাজ করতে হবে। সুতরাং তাগলীবে দ্বীনের পথ হল বিপদসংকুল, সমস্যা জর্জরিত ও সংঘাতময়। এজন্য এ পথে চলার লোকের বড় অভাব। এই কাজটি আজ বিলুপ্ত প্রায়। অথচ দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করা তথা তাগলীবে দ্বীন ইসলামের মূল তিন কাজের মধ্যে অন্যতম একটি কাজ।

প্রয়োজন সংঘবদ্ধতার

তাগলীবে দ্বীন তথা দ্বীন বিজয়ের কাজ হল সংগ্রামমুখর। বাধার বিন্দাচল পাড়ি দিতে হয় এ পথে। তাগুত, বাতিল আর শয়তানী অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে করে প্রতি কদম অগ্রসর হতে হয়। এ লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজন শক্তির। দ্বীনের সৈনিকদেরকে তাই প্রথমে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়। শক্তির সূচনা হয় ঈমান এবং রূহানিয়তের মাধ্যমে। আর তা সংহত হয় সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে।

পবিত্র কুরআনুল হাকীম আর হাদীসে নববীতে ঈমানদাদিগকে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে নানাভাবে। সূরাতুল আনফালের ৪৬ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

আর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর বিবাদ করনা। এতে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি খর্ব হয়ে যাবে। আর তোমরা সবর অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।

অত্র আয়াতে বিবাদ ও বিভক্তিকে ঈমাদারদের দুর্বলতার কারণ বলে অভিহীত করা হয়েছে। আর সূরা সফ এর ০৪ নং আয়াতে আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ের জন্য দৃঢ় সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে, যারা তার পথে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় যুদ্ধ করে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দ্বীনের জন্য জামাতবদ্ধ লোকদের সাথে রয়েছে আল্লাহর সাহায্য। (বুখারী)

প্রতিকুলতা আর বিরুদ্ধবাদীতার ঝড়ো হাওয়া মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে হয় দ্বীনের মশাল হাতে।

চাই এমন একটি সংগঠন

তাই বাংলাদেশের বাস্তবতায় তাগলীবে দ্বীনের জন্য হকপন্থী মজবুত জামাআত গড়ে ওঠা অতীব প্রয়োজন। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী শক্তিশালী সংগঠন সময়ের অনিবার্য দাবি। যেই সংগঠন নিম্নোক্ত প্রয়োজনগুলো পূরণ করবে-

১. ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ যোগ্য লোক তৈরি করবে। আমাদের সমাজে ইসলামবিরোধী জাহিলিয়াত যেভাবে জেঁকে বসে আছে, তা উৎখাত করতে হলে প্রয়োজন অত্যন্ত পরিকল্পিত ও শক্তিশালী পদক্ষেপ। আর সেজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল এমন একদল সাহসী সৈনিক- যারা একদিকে হবে রূহানী শক্তিতে বলিয়ান। যাদের সম্পর্ক হবে আল্লাহর সাথে অত্যন্ত নিবিড়। আল্লাহর দ্বীনের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে সব সময় প্রস্তুত। অপর দিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বদানসহ সময়ের যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তারা হবে অত্যন্ত দক্ষ ও যোগ্য। আর সেজন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণের কষ্ট-সহিষ্ণু পথ পাড়ি দেয়া, যা শক্তিশালী দ্বীনী সংগঠন ছাড়া সম্ভব না।

২. একটি আদর্শ ইসলামী সমাজের পরিবেশ গড়বে। ফিতনার যুগে ব্যক্তির ঈমান-আমলকে হেফাযত করার জন্য মজবুত ঈমানী ভ্রাতৃত্ব প্রয়োজন। একজন ব্যক্তি যদি তার জীবনের ষোল আনা কাজকর্মই অনৈসলামী পরিবেশে করতে বাধ্য হয়, তাহলে তার পক্ষে ঈমান-আমল হেফাযত করা বড় কঠিন। শিক্ষা-দীক্ষা, বিয়ে-শাদী, আত্মীয়তা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বন্ধুত্ব-ঘনিষ্ঠতা, চলা-ফেরা ও সামাজিকতাসহ প্র্যাকটিক্যাল

জীবনের একটি বড় পরিসর যদি দ্বীনী পরিবেশে কাটানোর ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে এতে বড় বড় দুটি ফায়দা রয়েছে-

এক. ইসলামের অধিকাংশ বিধানই এমন যে, সমষ্টিগতভাবে পালন করলে তার প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। কোন একটি জনগোষ্ঠি যখন সম্মিলিতভাবে ইসলামের রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে তখন তাদের মাধ্যমে ইসলামের আদর্শ ফুটে উঠবে। ইসলাম যে কত শান্তিময়! কত সুখের! কত সুন্দর! তা অনুভব হবে।

দুই. এই পরিবেশে এক একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ব্যবসায়িক ও সামাজিক জীবনের একটা বিরট অংশ দ্বীনী পরিবেশে যাপন করতে পারবে। এতে তার ঈমান-আমল হেফাযত হবে। জীবন হবে সফল ও শান্তিময়। সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা কম থাকবে।

উপরোক্ত দুটি ফায়দা ছাড়া আরো অনেক ফায়দা রয়েছে জামাতবদ্ধ হয়ে দ্বীনী জীবনযাপন করার মধ্যে। আর সেজন্য প্রয়োজন সহীহ চিন্তা-বিশ্বাস ও সঠিক আদর্শের অনুসারী সুসংঘবদ্ধ ইসলামী সংগঠন, যে সংগঠন মুমিনের জীবনের সকল দিক নিয়ে চিন্তা করবে এবং সর্বব্যাপী কর্মসূচী নিয়ে কাজ করবে। যে সংগঠনে যোগদান করে একজন মানুষ তার দুনিয়া-আখেরাত উভয় জীবনে সফলতা লাভের অনুকুল পরিবেশ পাবে।

৩. ইসলামের গৌরব রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে। ইসলামের উপর আঘাত হানা অনৈসলামী সরকার ও ইসলামবিদ্বেষী মহলের নিয়মিত অভ্যাস। তাই এমন একটি দুর্জয়, সাহসী ও সংঘবদ্ধ দ্বীনী সংগঠন বড় বেশী প্রয়োজন যারা

ইসলামের উপর আঘাত আসলেই সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সংঘবদ্ধভাবে তার প্রতিরোধ করতে পারে। আপোষহীনভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। ভয়-ভীতি, লোভ-প্রলোভন কোন কিছুই তাদের দায়িত্ব পালন থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারবে না। আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা ও গৌরবের পাহারাদারী, আল্লাহর কালিমা তথা হকের আওয়াজকে বুলন্দ করা, যাবতীয় অন্যায়ের শুধু প্রতিবাদ নয়-প্রতিরোধ করতে পারার মত শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন। সে শক্তি কোন গোপন পথে হাসিল করা সম্ভব নয় এবং বাংলাদেশে এর কোন বাস্তবতাও নেই। সুতরাং এমন সুসংঘবদ্ধ শক্তিশালী প্রকাশ্য সংগঠন অপরিহার্য, যে সংগঠন তাগলীবে দ্বীনের এই সুমহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারে।

৪. পরিপূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সংগ্রাম করবে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা মুমিনের কর্তব্য। তাই মুমিন ব্যক্তিকে সেজন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সফলতা-ব্যর্থতা আল্লাহর হাতে। কিন্তু বান্দা চেষ্টা করার মালিক। সে যদি সাধ্যমত চেষ্টা করে তবে অন্য কিছু হোক বা না হোক আল্লাহ তাআলার কাছে জবাব দিতে পারবে। আর প্রকৃতপক্ষে বান্দা যদি তার চেষ্টা ও দায়িত্ব পূর্ণ করে তাহলে আল্লাহ তাআলা সফলতা দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা একা একা ও বিচ্ছিন্নভাবে হতেই পারে না। তাই এই ক্ষেত্রে চেষ্টা করতে হলেও সম্মিলিতভাবেই করতে হবে। আর সেজন্য প্রয়োজন এমন ইসলামী সংগঠন যা দ্বীন কায়েমের শাশ্বত পথে চলবে।

যুগে যুগে সহীহ ধারার ইসলামী আন্দোলনের অনুসৃত পথে চলে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করবে।

কে আছে দ্বীনের প্রয়োজনে সাড়া দিবে?

আবার পূর্বের কথায় ফিরে আসছি। যখন কোন প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব হয়, তখন তার মূল্য হয় অনেক বেশী। একথা যেমন দুনিয়ার যে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দ্বীনী বিষয়েও সমানভাবে প্রযোজ্য। সেই হিসাবে বর্তমান সময়ে উপরে বর্ণীত চারটি প্রয়োজন পূরণের জন্য সহীহ ধারার একটি সুসংঘবদ্ধ খালেছ দ্বীনী সংগঠন কত বেশী প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান! তা কি কল্পনা করা যায়?

এমন কেউ কি আছে যে আল্লাহর দ্বীনের জন্য প্রয়োজনীয় এই কাজটি করতে প্রসত্ত হবে ? জান-মাল সর্বস্ব দিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার সর্বাত্মক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবে ? বিনিময়ে লাভ করবে মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি আর চির সুখের জান্নাত।

সমাপ্ত